সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

﴿ دور الإسلام في تحقيق المساواة الإنسانية ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ دور الإسلام في تحقيق المساواة الإنسانية ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ইসলাম সাম্যের ধর্ম। ধন, বংশ ও ভৌগোলিক পরিচয়ের কারণে এখানে কারো মর্যাদা নির্ণীত হয় না। তাকওয়া বা খোদাভীতি হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড। এখানে কেউ কারো প্রভু নয়, ভৃত্যও নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় গরীবদের সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করতেন। সাহাবায়ে কেরামও দরিদ্র পরিবেশ নিয়েই থাকতেন। কেউ ধন বা ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অহংকার প্রকাশ করুক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সহ্য করতেন না। তিনি প্রভু-ভৃত্য বা মনিব-গোলামের প্রথাকে ঘৃণা করতেন। সাহাবি আনাস রা. একটানা দশ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর খেদমত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দীর্ঘ সময়ে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর যত না খেদমত করেছি, তিনি আমার খেদমত করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। তিনি আমাকে মনিবসুলভ ধমক দেয়া তো দূরের কথা, কোনদিন এমন কথাও বলেননি যে, এ কাজ হলো না কেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রভুতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে মুকুট পূজারীর মত সম্মান দেখাবে না, ইসলামের তাওহীদ এ থেকে পুরোপুরি পবিত্র।' আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴿١١٠﴾ ﴾ الكهف: ١١٠

'বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষই।' (কাহাফ)।

পক্ষান্তরে ফরাসী বিপ্লব থেকে মানুষের সমঅধিকারের কথা ঘোষণা করা হলেও আধুনিককালের সেরা সুসভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও প্রকৃত সাম্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। শাসক শ্রেণী ও জনসাধারণের মর্যাদা ও অধিকারে আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে রয়েছে আকাশ-পাতাল বৈষম্য। রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে সাধারণ আইনের বাইরে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকবে, সাধারণ কর্মচারী ও রাষ্ট্র প্রধানের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বিস্তর তফাত, পদস্থ কর্মকর্তা আর একান্ত দরিদ্র জনসাধারণের সম্বোধনে থাকবে প্রায় মনিব ও দাসের মতই পার্থক্য–এ হচ্ছে আধুনিক সভ্যতায় কথিত সমঅধিকারের দৃষ্টান্ত।আনাস রা.–এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বেশি খেদমত পেয়েছেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। সভ্যতার ইতিহাসে সমঅধিকারের এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাখযুম গোত্রের জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলাকে চুরির অপরাধে হাত কাটার দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের খাতিরে তাকে দণ্ড থেকে রেহাই দেয়া হোক–এ মর্মে সুপারিশ করার জন্য উসামাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি তাঁর অনুরোধ গ্রাহ্য করেননি। তিনি সকলকে ডেকে ঘোষণা করেছিলেন, 'হে মানুষেরা! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা ধ্বংস হয়ে যাবার কারণ ছিল, তাদের উঁচু স্তরের কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হত আর নিম্ন স্তরের কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দেয়া হত। জেনে রেখো, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি (আল্লাহ রক্ষা করুন) করে, তাহলে নিশ্চয় তার হাত কাটা যাবে।' জনৈক সাহাবী তার গোলামকে প্রহার করছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – তা দেখতে পেয়ে বললেন, 'সে তোমার ভাই। তুমি নিজে যা খাও, তাকে তাই খেতে দাও। তুমি নিজে যা পরিধান করো তাকেও তাই পরিধান করতে দেবে।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন গরীবদের সাথে নিঃস্ব অবস্থায় কাটিয়েছেন। তিনি দুআ করতেন হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গরীব করে রেখো, গরীব অবস্থায় আমার মৃত্যুদান করো এবং কেয়ামতের দিন আমাকে গরীবদের মাঝে উপস্থিত করো। ইন্তেকালের সময় তার পর্ণকুটিরে পানিপাত্র ও কয়েকটি বাসনপত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে বিন্দুবিসর্গও পার্থক্য ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী খলীফাগণ সাম্যের আদর্শ সমুন্নত রেখেছিলেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমরের রা. বিরুদ্ধে বিচারক জায়েদ ইবনে সাবিতের রা. আদালতে একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। কাযী যথারীতি খলীফার উপর সমন জারী

করেন এবং খলীফাও যথারীতি কাযীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আদালতে হাযির হন। বিচারক খলীফার জন্য আদালতে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তা দেখে ওমর রা. বিরক্তি সহকারে বললেন, 'ইবনে সাবিত, এ মোকাদ্দমায় আপনি এখনি যা করলেন তা হল প্রথম অবিচার।' এই বলে তিনি আসামীর অনুরূপ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

আলী রা. একবার বাদী হয়ে আদালতে উপস্থিত হন। তাকে বাদীর মর্যাদায় স্থান দেয়া হয়েছিল। খলীফা হিসাবে নয়। খিলাফতে রাশিদার যুগের পর ইসলামের প্রশাসনযন্ত্রে অনেক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক মৌলিক গুণ তখন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও যা অবশিষ্ট ছিল আধুনিক সভ্যতার গালভরা অভিমানী রাষ্ট্রগুলোতেও তার নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না।

আব্বাসীয় খলীফা মনসুর ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ শাসক। তাঁর বিরুদ্ধে কুলি সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করলে তিনি একাকীই সাধারণ আসামী সেজে আদালতে হাযির হন। সেখানে তাকে সাধারণ আসামীর মতই স্থান দেয়া হয়েছিল।

খলীফা মামুনের দরবারে এক সাধারণ বৃদ্ধা শাহজাদা আব্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে খলীফা পুত্র আব্বাসকে সাধারণ আসামীর মতই দরবারে উপস্থিত হতে হয়েছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের শাসনে শুধু এশিয়া নয়, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ পর্যন্ত প্রকম্পিত ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা আদালতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পছন্দ করতেন না। মুসলিম সভ্যতার সর্বনিকৃষ্ট রাজতন্ত্রেও যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল আধুনিক সভ্যতার সেরা রাষ্ট্রটিতেও তার নজির পাওয়া যাবে না। পারস্য ও রোমান দু'টি বিশ্ব সেরা সাম্রাজ্য বিজয়ী খলীফাকে 'হে ওমর' বলে সম্বোধন করা যেত। অথচ আজকের যুগে একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকেও সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন না করলে তিনি ক্ষেপে যান। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক রা. খলীফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম ভাষণে বলেছিলেন–আমি আপনাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নই। ওমর রা. একবার মজলিসে শূরায় একটি বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে বলেছিলেন, 'আমিও আপনাদের মত একজন ছাড়া আর কেউ নই। আমি যা চাই আপনারা তাই মনে নেবেন–এমনটি হতে পারে না।'

রাজকোষ থেকে উমরের রা. বেতন ছিল শীত-গ্রীষ্মের জন্য দুই প্রস্ত সাধারণ পোশাক। হজ্জের জন্য একটি উট। একজন মধ্যম শ্রেণীর কুরাইশদের সমান খোরাক। আধুনিক সভ্যতায় এর কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে কি ? ইসলাম দুনিয়াতে এসেছিল গোটা মানবজাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে। বৈষম্য ও বঞ্চনার হাত থেকে চিরমুক্ত করতে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের বাস্তব জীবনে তার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ইউরোপীয় অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন– বিশ্বব্যাপী ইসলামের দ্রুত প্রসারের পিছনে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল ইসলামের সাম্য নীতি। একজন নিগ্রো খৃস্টান শ্বেতাঙ্গদের গির্জায় প্রবেশের অধিকার পায় না। অথচ সে যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায আদায় করতে পারে। এখানে বর্ণ-গোত্রের দৃষ্টিতে কোন ভেদ-বিচার নেই। আদম সন্তান হিসাবে সকল মানুষ ভাই ভাই–এই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।

সমাপ্ত